দৈনিক খবর

014

তারিখ 22 DEC 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 6 কলাম 5 ... ...

এক অলস চিত্তের ভাবনা

অনিয়মই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে

।। রিজু আলম ।।

সরকারী ঘোষণায় বন্ধ হয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে না। সেই পরবর্তী নির্দেশটি কবে আসবে, সেই আশায় দিন গুণছে ১৭ হাজার উৎকণ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রী।

উৎকণ্ঠা কেবল শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই। পূর্বজন্মে বিশ্বাস থাকলে এবং সেই আগের জন্মে কোন পাপ করে থাকলেই বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ ভর্তি হয়। তা না হলে এ রকম হবে কেন?

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কতদিন ধরে, কেবল সরকারী ঘোষণার কারণে বন্ধ ছিল, তা একমাত্র সরকারের পক্ষেই বলা সম্ভব। একটা কাজ করা যেতে পারে। তা হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার জন্য একটি মন্ত্রণালয় বা ঐ জাতীয় কিছু একটা করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তো শিক্ষার সার্বিক উন্নতি নিয়ে মহাব্যস্ত। বন্ধের আদেশ জারির মত অবাঞ্ছিত কাজটি তাদের দিয়ে সরকার আর নাই-বা করালেন?

আসলে সবকিছু নিয়মে পরিণত হয়েছে। যেমন নিয়ম হয়ে গেছে ৩ বছরের কোর্স ৬ থেকে ৭ বছরে শেষ হবে। ঘন ঘন বন্ধ হবে, এটাও একটা নিয়ম। মিছিল মিটিং হবে, বোমাবাজি আর অস্ত্রবাজি থাকবে—— এগুলোই বিধিলিপি। এরপর থেকে যদি এসএসসি আর এইচএসসি'র ফলাফল বাদ দিয়ে বোমাবাজি আর অস্ত্রবাজির অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়, সাড়া ভালো পড়বে বলেই আমার বিশ্বাস। কথাগুলো কারোর জন্য বেদনার কারণ হলে আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদেরতো আবার সহনশীলতার অভাব রয়েছে। তবুও গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সবারই! অথচ গণতন্ত্র আমাদের এখানে দাঁড়িয়েছে, 'আমি ততক্ষণ আপনার সাথে একমত যতক্ষণ আপনি আমার সাথে একমত'। ক্যাম্পাসের গণতন্ত্র বলুন আর রাজনৈতিক চর্চাই

৬-এর পাতায় দেখুন

অনিয়মই এখন

৬-এর পাতার পর

বলুন—— তা উল্লেখিত বক্তব্যের ব্যতিক্রম নয় মোটেই।

ব্যাপারগুলো যেমনই হোক না কেন, একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, আমাদের বর্তমানের তরুণ জেনারেশন 'অলস' হয়ে পড়েছে। এই অলসত্ব যেমন আরোপিত তেমনি নিজেদেরও, আরোপিত এই অর্থে—— শিক্ষা জীবনের অহেতুক ঠেলাগাড়ী গতি। সেই থেমে থেমে চলা, চলতে যেয়ে থেমে পড়া। কিভাবে থামছে, কারা থামাচ্ছে, তাতো সবার জানা। ওরা চায় না আমরা গতির সাথে পাল্লা দিয়ে এগোই। তাহলে ওদের গদির দশা টলায়মান হবে যে। সুতরাং আমাদের থামিয়ে দেয়া হয়, এখন যেমন থেমে আছে। আর আমরাও অনেকবার থেমে থাকতে থাকতে থেমে থাকাকেই জীবনের অপরিহার্য করে নিয়েছি। জানি না আমাদের ভেবেই বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন কি-না, 'ম্যান আর বর্ন ইগনরেন্ট বাট দে আর মেড্ স্টুপিড বাই এডুকেশন' ——
আর এভাবেই একটা দেশের প্রাণবন্ত্ধারা আস্তে আস্তে মিইয়ে পড়ছে। আমরাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠায় 'মার্কটাইম' করছি, ফরওয়ার্ড মার্চের কমান্ড দেবার মতো কেউ নেই সামনে।

এতক্ষণ যা বলা হলো, তাকে অলস যুবকের প্রলাপ হিসেবে দেখলে পাঠকই উপকৃত হবেন। বড় জোর এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—— তবে আমাদের অলস বানালো কে, এই প্রশ্ন করবো না। এই সময়ে এই প্রশ্ন উচ্চারণ করাও বারণ। আর যারা বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে, কবে খুলবে করে জপ করছেন, তাদেরকে বলছি, খুলবে। অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। কবে বলতে পারবো না, তবে খুলবে। এই আশাবাদের হেতু আমাদের কর্তাব্যক্তিরা। তারা আহাম্মক নন। তারা ভালো করেই জানেন বন্ধ জিনিস বন্ধ করা যায় না। খুলেই বন্ধ করতে হয়। বলেছি না ঘন ঘন বন্ধ হওয়া নিয়মে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ফের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে হলে কর্তৃপক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই খুলে দিতেই হবে।